মোঃ হাসিবুল হাসান

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং

আইডিঃ ২২১-৩৫-৮৬২

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পিছের গল্পগুলো বেশ রঙ্গিন। একটু আমার কৈশোরের গল্প বলে শুরু করি।

সময়টা ছিল ২০১৪, তখন আমি আমার গ্রামের একটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। সেই সময়ে ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোনের প্রচলন ছিল না। আম্মুর একটি নোকিয়া বাটন ফোন ছিল যেটায় ইন্টারনেট ব্যাবহার করা যেত। সেটা দিয়েই আমরা মাঝে মাঝে কিছু নেট দিয়ে ভুত এফএম এমন কিছু জিনিস ডাউনলোড করতাম।
হটাৎ কোন একদিন আমার চোখে একটি অ্যাড আটকে যায় ওইসব ওয়েবসাইট এর কোন একটা কনায়! অ্যাড এর কথাটা ছিল এমন ***"নিজের নামে ওয়েবসাইট বানান স্বল্পমুল্যে"***।
এসব ব্যাপারে তখন আমার বিন্দুমাত্র কোন জ্ঞান ছিল না। অ্যাড টি দেখে আমার মদ্ধে একটি শক্তপোক্ত কৌতূহল জাগ্রত হয়, আরে *নিজের নামে ওয়েবসাইট হবে!* কি সুন্দর হবে!
এরপর আম্মুর থেকে পাওয়া টিফিনের টাকা গুলো জমানো শুরু করি, তারপর একদিন তাদের কে ফোন দিলে তারা আমাকে টাকা পাঠাতে বলে। টাকা টা অবশ্য

আমি বেশ কয়েকবার কয়েকজন কে দিয়েছিলাম। কেউ আমাকে ওয়েবসাইট দিয়েছিল আবার কেউ ধোঁকা।
যখন আমি আমার প্রথম ওয়েবসাইট টি পাই তখন আমি বেশ আনন্দিত হয়।
আমার সেই ওয়েবসাইট টার নাম ছিল ***হাসিববিডি২৪.কম।***
এরপর সেই বাটন ফোন দিয়ে আমি কোড গুলো দেখতাম কিভাবে করে এগুলো।
এসব দেখতাম আর আসতে আসতে এসবগুলোর গঠন বোঝার চেষ্টা করতাম।
এখান থেকে কিছুটা এইচটিএমএল এবং সিএসএস এর ধারনা পাই।

সেই ছোট থেকেই আমার কেন যেন এসব জিনিস ভাল লাগত। মোবাইল এর গেমের প্রতি কেন জানি না কখনো তেমন আকৃষ্ট অনুভব করিনি যতটা আমি টিউটোরিয়াল এর উপর ছিলাম।
সেই বছরের শেষের দিকে আমার বড় ভাইয়া আমাকে একটি পিসি কিনে দেয় আর সাথে আমার জন্য বেশ কয়েক ডজন টিউটোরিয়াল দিয়ে যায়। সেগুলো থেকে আমি আসতে আসতে ওয়ার্ডপ্রেস (ওয়েব ডিজাইন) এর দিকে চলে আসি।

এভাবে অষ্টম, নবম এবং কলেজ জীবন পার হচ্ছিলো। এর মাঝে আমার মোবাইল অ্যাপ বানানোর উপর বেশ আগ্রহ আশে। আমার বানানো সফটওয়্যার মানুষ ব্যাবহার করবে এটা ভেবেই আমার কেন যেন খুব আনন্দ হয়।
এই ভাবনা থেকেই আমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এর প্রতি একটা আলাদা ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

এরপর আমি মাঝে এয়ার ফোর্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করি (পাইলটের ইচ্ছা জেগেছিল) আইএসএসবি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসি। এরপর আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো আমার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া দরকার।

তারপর আমি আমার লাইফ গোল সেট করি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। ভার্সিটিতে আসার কারণগুলো এখন লিখলে আশা করছি সবাই বুঝতে পারবে। সফটওয়্যার এর প্রতি আমার যেই পুরনো দুর্বলতা, সেই দুর্বলতার রেশ ধরেই আজ আমি এই ভার্সিটি প্রাঙ্গনে এসেছি। কলেজ জীবন শেষ করে এই ভার্সিটিতে আসার গল্পটাও আমার বেশ তিক্ত!

পাব্লিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সিট সংখ্যা সীমিত। আমি আমার এই পছন্দের সাবজেক্ট না পাওয়ায় ড্যাফোডিলে আসার চিন্তা করি। যেটি কারো কাছেই আসলে গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। পারিবারিক ভাবে আমার আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকায় নিজ টাকায় পড়বো এটি ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্ত নেই। তবুও আমি আমার সেই স্বপ্ন কে হার মানতে দিতে রাজি নই! গত তিনমাস হয়তো অনেকবারই আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়েছে মানুষের কথায়! আমার একটিই দোষ, “প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি”। আমার কাছে এটি কখনই দোষ মনে হয়নি। আমি সেটাই করেছি যেটি আমার মন বলে।

অবশ্য এখন পর্যন্ত শুধু আমার আম্মু এবং গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া কেউই আমাকে সাহস দেয়নি, সাপোর্ট করেনি এবং অনুপ্রানিত করেনি!

ভার্সিটি ছারাও হয়তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব তবে প্রপার গাইডলাইনটা হয়তো আমি পেতাম না।

এক কথায় এখন যদি আমি বলি কেন ভার্সিটিতে এসেছি, তাহলে বলবো, “আমি সফটওয়্যার বানানো শিখতে চাই এবং মানুষের জন্য ভাল সফটওয়্যার উপহার দিতে চাই”।

আমার মনের মদ্ধে একটি কথা আছে যেটি লেখার জায়গা এটি কিনা তা আমার জানা নেই, তবে সেটি না বলেও কেন জানি আমি শান্তি পাচ্ছি না।
কথাটি এমন, *“আমি যদি এই ডিগ্রি অর্জন শেষে এটি দ্বারা কোন চাকরি/কর্মসংস্থান নাও পাই তাও আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট থাকবে না, কারন আমার ভার্সিটিতে আসার উদ্দেশ্য কখনই এই টাকা উপার্জন ছিল না। আমি জানতে চাই কিভাবে সফটওয়্যার বানাতে হয় কিভাবে এটি কাজ করে স ব কিছু! আর এইসব আমি জানতে পারলেই আমি শান্তি পাবো।”*

বেশ কিছু প্রজেক্ট প্লান ও নিয়ে এসেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ভার্সিটিতে আশার কারণ অথবা উদ্দেশ্য বললে আমার এই গল্পটুকুই আসে আমার মাথায়।

মোঃ হাসিবুল হাসান
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
আইডিঃ ২২১-৩৫-৮৬২